R. N No. 1582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 0348) P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান (কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪১১ সাল।
৩রা নভেম্বর, ২০০৪ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা।
বার্ষিক : ৫০ টাকা

মহকুমায় পুজো এবার নির্বিঘ্নে সমাপ্তি

স্বপন ব্যানার্জী : জঙ্গিপুর মহকুমায় এবার ১২৫টি দুর্গা পুজো নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের 'অদ্রিজা' ও 'মাঙ্গলিক' দুটি মহিলা পরিচালিত দুর্গা পুজো। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নান্দনিক ক্রিয়াকর্মে শহরে সাড়া ফেলে দেয় আদ্রিজা পরিবার গোষ্ঠী। এলাকার প্রাচীন পুজোর অন্যতম পেটকাটি। গদাইপুরের শেষ প্রান্তে এ পুজো কিংবদন্তীর কিংখাব মোড়া লেফাফার রূপ নিয়েছে। সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। সন্ধি ও নবমীতে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন, অন্নভোগ ও বলিদান এ পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দূর দূরান্তের ভিড় ঠাঁসা মন্ডপে দেবীর দিকে তাকালে রাজা সুরথ বর্ণিত রক্তদন্তা বা চামুন্ডার কথা মনে পড়ে যায়। তিল ধারণের জায়গা থাকে না পুজো প্রাঙ্গণে। এর পাশাপাশি যে নামটি প্রাচীন পুজোর গায়ে গা লাগিয়ে আছে তার নাম কোদাখাকী। হিন্দুর কোদার চাল আর মুসলিম মহিলা রোকার মায়ের দেওয়া শাঁখা হাতে 'মা' এখানে উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষাকর্ত্রী রূপে বিরাজমানা। তন্ত্র মতে বিরাচারে মায়ের পুজো হয়। পঞ্চমুন্ডির আসনে মা এখানে সমাসীন। চন্ডীপাঠ, বলিদান, অন্নভোগ এ পুজোর অঙ্গ। রাতে কোন পুজো হয় না। (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রণববাবুর ইমেজকে ম্লান করে আবার জঙ্গিপুরে কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধর জেলা সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর এক চিঠির ভিত্তিতে জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেস সভাপতিরও দায়িত্ব পেলেন। মুক্তি ধর একটা বড় আসনে থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে আবার একটা গুরু দায়িত্ব দেয়া হবে এই কারণ দর্শিয়ে অধীর চৌধুরীর কাছে এখানকার একটা গোষ্ঠী ক্ষোভ প্রকাশও নাকি করে আসেন। অন্যদিকে খবর, মাস খানেক আগে মহকুমা কংগ্রেসের এক সভায় জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতি সেখ নেজামুদ্দিন, মহকুমা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ অরুণ সরকার, রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সমীর পন্ডিত, মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ নন্দ, টাউন কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি সুদীপ রায়, মহকুমা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক কাজেম সেখ (শেষ পৃষ্ঠায়)

এম পি ল্যাডের টাকায় তৈরী ঘরের এখন করুণ অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভার প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খানের এম পি ল্যাডের প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুতী-১ ব্লকের সাদিকপুর বি. কে হাই স্কুলে ২৫ × ১৬ মাপের দুটো পাঠ কক্ষ তৈরী হয় ২০০৪-এর জানুয়ারী মাসে। সুতী-১ এর বিডিও এবং এস, এ, ই কাজের দেখভাল করেন। বর্তমানে স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ— একটু বৃষ্টি হলেই দুটো ঘরের ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে। ঘরের দরজা জানালা গুলোও কাঁঠাল কাঠে তৈরী হবে বলা সত্ত্বেও সে গুলোতে আম কাঠ বেশী ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে ঝড় জলে জানালা খুলে গিয়ে ভিতরে জল ঢুকে যাচ্ছে। গত ৮ অক্টোবরের অতি বৃষ্টিতে সিলিং ফ্যানে জল ঢুকে গিয়ে দুটো ফ্যানই অকেজো হয়ে যায়। সদ্য নির্মিত ঘর দুটোর শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে বিডিওকে লোক দিয়ে চিঠি পাঠিয়েও এর কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের। অন্যদিকে সুতী-১ এর বিডিওর বক্তব্য, 'কাজের সিডিউল মতো কাজ হয়। সিডিউলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহকুমায় আন্ত্রিকে আক্রান্ত ৭৫ জন, মৃত : ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি অঞ্চলের বাহালনগর, গাঙ্গাড়া, রতনপুর পশ্চিমপাড়ায় কম বেশী শতাধিক ব্যক্তি পেটের রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন। সাগরদীঘি ব্লক হাসপাতাল, বারালা বি, পি, এস, সি এবং জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীরা ভর্তি হন। ডাক্তারী পরিভাষায় এটাকে জি, ই অর্থাৎ আন্ত্রিক বলে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তাররা জানান। হাসপাতাল সুপার অসীম হালদার ও জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস রায়ের বক্তব্য, 'পুজো ও ঈদের রোজা চলাকালীন খাওয়া দওয়ার গোলমাল, ম্যাল-নিউট্রেশন ও আমোবাইসিসে আক্রান্তের সংখ্যাই বেশী। সামান্য কয়েকজন আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়েছেন। ঠিক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে মৃত্যুজনিত কোন ঘটনা ঘটত না।' আন্ত্রিকে মৃত দুই পুরুষ ও এক মহিলা সাগরদীঘির বাহালনগরের বাসিন্দা বলে জানা যায়।

দুর্নীতিগ্রস্ত তিন অফিসারকে বদলি করা হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এস ডি কোর্টের এস সি/এস টি/ও বি সি দপ্তরের ইন্সপেক্টর সুজিত দাস, রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের এস সি/এস টি/ও বি সি দপ্তরের ইন্সপেক্টর মঞ্জুর হোসেন এবং ডি, এম অফিসের এস সি/এস টি/ও বি সি ইন্সপেক্টর অরবিন্দ মুখার্জীকে একজোটে সুদূর মেদিনীপুরে বদলি করা হলো বলে জানা যায়। সুজিত দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী প্রায় একশো জনকে জঙ্গিপুর পুর এলাকার ছোটকালিয়ার বাসিন্দা দেখিয়ে ভুয়া তপশিলী সার্টিফিকেট দেন। মঞ্জুর হোসেনের বিরুদ্ধে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪১১ সাল।

মহাপূজা সমাপ্ত

শক্তির জন্য মাতৃ-আরাধনা। রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানা স্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠাস্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য 'দেবি, প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ' বলিয়া শুভ-শক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতিগঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর-নারী অপহরণ, কত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্ত হাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসক-পক্ষকে এই জন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায়? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভ শক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

৺বিজয়ার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি। তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে ৺বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

বিজয়া প্রদোষে

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন। ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমীর অপরাহ্ণ বেলা। নেমে আসবে শারদ সন্ধ্যা, না। আসবে হেমন্ত গোধূলি। তিন দিনের কত হৈ চৈ, কত উল্লাস, কত ব্যস্ততা। সব ঝিমিয়ে পড়বে বিজয়া দশমীর এই সময়-টুকুতে। পাট থেকে নামবে প্রতিমা। আলোর চোখে থাকবে না চেকনাই, মিট-মিটে কেমন যেন অস্পষ্টতার কুহেলিকা। চন্ডীমন্ডপ অথবা বারোয়ারিতলায় শুরু হয়ে যাবে বিসর্জনের বাজনায় কারুণ্য। খাঁ খাঁ করবে আঙিনা। যেন শূন্য পূজা গৃহ, নিরানন্দময়।

এ ছবি কোন নূতন নয়—এ যে আজ-কাল-পরশুর দৃশ্যপট। পুজোর থিম্ নিয়ে কত চিন্তা ভাবনা, চমক-গমকের কত শত স্টান্ট। দর্শক টানার কত আয়োজন, আকর্ষণ মন্ডপে মন্ডপে। নতুন কিছু করার, অভিনব কিছু দেখানোর কলা কৌশল নিয়ে কেষ্ট বিষ্টুদের দিন রাত্রির বিরাম বিহীন প্রয়াস প্রচেষ্টা। তবুও প্রতিমার বোধন হয়, বিসর্জন হয়। থাকে শুধু স্মৃতি কাতরতা।

মৃৎ শিল্পীদের সৃষ্টি আর নির্মাণ নিয়ে চলে কত আগে হতে তাদের মনের ক্যানভাসে শিল্পের বুনট এবং বুনন। তুলির টানে তার অভিব্যক্তি। মৃৎশিল্পী বা ভাস্করদের এই তো কাজ। তারা বানায় কিন্তু তাদের সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারে না। এই নিয়েই তাদের জীবিকা এবং তার সাথে মনের সুরভি-মেশানো নান্দনিকতা। কে চায়না নিজের সৃষ্টিকে ধরে রাখতে? তা তো হয় না, হবার কথাও নয়। কেননা —প্রতিমা থাকবে কতক্ষণ। প্রতিমা যাবে বিসর্জন। এই তো চিরাচরিতীয় রীতি।

'তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

বর্ষার জলভরা মেঘ নিয়েছে বিদায়। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। শরৎ আলোর কমল বনে বাজে সোনার কাঁকন। তরুতলে পড়ে থাকে শিউলিবনের উদাস বাতাস। প্রভাতের কিনারায় শুকতারা আঁখি মেলে চায়। শিউলি ফুলের পড়েছে ডাক। আকাশে বাতাসে আগমনীর সেতারের ঝালা। আকাশ বাতাস প্রকৃতি মেতে ওঠে খুশীর আমেজে। চারদিকে ব্যস্ততা। মা আসবেন কৈলাস থেকে। ঢাক ঢোল বাঁশি কাঁসি। মাইক্রোফোনে রবীন্দ্র-নজরুল-কোন লঘু সুর অথবা কোন বাংলা ব্যান্ড। পূজামন্ডপে নূতন (৩য় পৃষ্ঠায়)

কোন এক শিল্পীর আক্ষেপ এবং আত্ম-সন্তুষ্টি—প্রতিমা বানাই বছর বছর তা ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে—বিজয়া দশমীর পর কি কেউ মনে রাখে সে সব শিল্পীদের? হয়তো রাখে অথবা হয়তো রাখে না। তাদেরও সান্ত্বনা—যে ফুলটা ভোরের আলোয় পাপড়ি মেলে, গন্ধ ছড়ায়, রাতের আঁধারেও তাকে বোঁটা থেকে খসে পড়তে হয়। থাকে শুধু তার গন্ধ, গন্ধের আমেজ। তেমনি শিল্পীর শিল্প কর্মে থেকে যায় তার সৃষ্টি অথবা নির্মাণের স্মৃতি নির্যাস। দর্শক মনের কোন নিভৃত কোণে অথবা ধূসর স্মৃতির সরণিতে।

এই বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানোর কথা শোনা যায়। সে রীতি হয়তো কোথাও কোথাও ছিল, কিন্তু এখনও তা আছে কিনা বলা যাচ্ছে না, তবে ছিল একদিন কোন কোন পরিবারের পুজো শেষের অনুষঙ্গ হিসাবে। ওটাই নাকি তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। তাদের বিশ্বাস—নীলকন্ঠ পাখি নাকি দেবীর কৈলাসে ফিরে যাবার বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যায়। এও এক লোক বিশ্বাস হয়তো বা লৌকিক সংস্কার।

দেবীর বিসর্জন নিয়েও নানা জায়গায় বিচিত্র রীতি পদ্ধতি। শ্যাম-নগরের এক পারিবারিক প্রতিমার বিসর্জন হয় দোলায় চড়ে। বাঁশ দিয়ে বানানো হয় পাল্কির মতো দোলা। বাড়ির পুরুষেরা বয়ে নিয়ে যায় নিরঞ্জনের ঘাটে। এ অঞ্চলের গ্রামে ঘরেও চলে মানুষের কাঁধে চেপে দেবীর যাত্রা। এখনও দেবী পেটকাটিকে ঘিরে দশমীর রাত থেকে একাদশী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নদী তীরে নামে জন জোয়ারের ঢল। তারপর চারদিকে থম্‌থমে নির্জনতা, বাঙালী মনের বিষন্নতা।

প্রসঙ্গ

দাদাঠাকুর

[শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর) জীবিত-কালেই হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতি ব্যক্তির লেখনীতে উঠে এসেছে তাঁর প্রসঙ্গ। 'প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর' শিরোনামে সেই সব অনবদ্য রচনা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যার লেখক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।]

॥ স্মৃতি-চারণ ॥

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় পন্ডিত মশাইকে দেখার সৌভাগ্য বহুবার হ'য়েছিল। আর সেই সঙ্গে প্রতিবারের দর্শনে তাঁর অতুলনীয় বাক-চাতুর্যের পরিচয়ও পেয়েছিলাম। পন্ডিত মশাই এর সঙ্গে রীতিমত বুঝে-সুঝে কথা বলতে হ'তো। কোন্ কথা থেকে তিনি কি কথা টেনে আনবেন, সে সম্বন্ধে আগেভাগে কিছু বুঝবার ক্ষমতা কারও ছিল না। তাঁর ভাবা-জ্ঞানের সরসতা ছিল অপূর্ব। অন্তত: কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথার যে নৈপুণ্য পন্ডিত মশাই এর মধ্যে দেখেছি, তা' সে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী যে ভাষাতেই হোক না কেন, আজ পর্যন্ত সেই কথার খেলা আর কারও কাছে কখনও শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

উনিশ বছর আগের কথা। তখন আমরা মুর্শিদাবাদ সমাচার সবেমাত্র প্রকাশ ক'রতে আরম্ভ করেছি। রঘুনাথগঞ্জে এসে পন্ডিত মশাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সমাচার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তিনি ক'রলেন, অনেক উপদেশ দিলেন এবং সব শেষে বললেন: "বাবা, এডিটার হোস্‌নে, এড্-ইটার হোস্। নইলে আমার মত হ'বি।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তাই বোকার মত তাঁর দিকে চাইতেই সেই পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হাসি বেরিয়ে এল। তিনি বললেন:

"সোজা কথা বুঝলি না? এডিট'র (Editor) হওয়ার ঝক্কি অনেক। শুধু গাল খাবি আর সত্যি কথা লিখে শত্রু বাড়াবি। তবে এড্-ইটার (Aid eater) হলে সবই লাভ। বুঝলি তো?"

তাঁকে বলেছিলাম, "জেঠামশাই, আপনিও তো এডিটার!"

"কিন্তু এ এডিটারী কি পারবি?"

সেদিনও ভেবেছিলাম আজও ভাবি। সত্যিই কি পন্ডিত মশাই এর মত পত্রিকা সম্পাদক হওয়া যায়? আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা রেখে, সত্য ও স্বাদেশিকতার পথ কখনও পরিত্যাগ না ক'রে প্রিয়-অপ্রিয়ের পার্থক্য না দেখে, তিনি যেভাবে সত্য পথে থেকে সংবাদ-পত্র সম্পাদনা ক'রে গিয়েছেন, সেইভাবে সম্পাদকের কাজ করা বর্ত্তমান কালে সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। পত্রিকা সম্পাদক হিসাবেই নয়, তাঁর মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই বর্ত্তমানে দুর্লভ।

জীবন্ত কিম্বদন্তী রূপে দেশের লোক পন্ডিত মশাইকে চিনেছিল, তাঁর দেহান্তের পরও তিনি সেই কিম্বদন্তীই থেকে গেলেন। শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে অবিচল, এই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে যাদের প্রণাম জানাবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের কাছে তাঁর স্মৃতি অম্লান হ'য়ে আছে এবং থাকবে। তাঁর স্মৃতি আমাদের পক্ষে নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

সংকলক: কৃশানু ভট্টাচার্য

এজেন্ট স্বামীদের প্রভাবে পোষ্ট অফিসে গ্রাহক পরিষেবা বলতে কিছু নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুরের গোফুরপুর পোষ্ট অফিসে অধিকাংশ মহিলা এজেন্ট অফিসে আসেন না। তাঁদের স্বামীরা অফিসের মধ্যে ঢুকে সব কিছুতেই মাতব্বরি করেন। যার ফলে প্রকৃত মহিলা এজেন্টরা কাজ নিয়ে এসে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। সাধারণ গ্রাহকও সরাসরি পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। তাই পদে পদে গ্রাহক পরিষেবাও বাধা পায়। এজেন্ট স্বামীরা পোষ্ট অফিসকে নিজেদের বৈঠকখানা করে তুলেছেন। পোষ্ট মাষ্টারকে খুশি রাখতে তারা সেখানে নিত্য দিন টিফিনের ব্যবস্থাও করেন। উল্লেখ্য, রঘুনাথপুর এলাকার মজিবুল সেখ তাঁর স্ত্রী আকসা বিবি ও বিকলাঙ্গ কন্যা সাবিনা খাতুনের নামে একটি আর, ডি করেন (নং ৯০২৯৭) গোফরপুর পোষ্ট অফিস থেকে। হঠাৎ পাস বইটি হারিয়ে যায়। এর জন্য এজেন্ট দায়ী না আমানতকারী দায়ী এই নিয়ে অনেকদিন টালবাহানা চলার পর মজিবুল জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে একটা ডায়েরী করেন। এরপর ঐ আর, ডি, এজেন্টের স্বামী জনৈক আশিস বিষ্ণু মজিবুলের বাড়ী গিয়ে নতুন পাস বই বার করার ফর্মে টিপ সই করিয়ে নেন এবং ওভারসীয়রকে দিতে হবে বলে নাকি টাকা চান। এই অন্যায় জুলুমের কথা পোষ্ট মাষ্টারকে জানান হয় ও ফাঁড়িতে ডায়েরীও করা হয়।

বিভিন্ন দাবীতে প্রধানকে খোলা চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সুতী-২ ব্লকের মহেশাইল-১ পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা ঘাট সংস্কার, অন্নপূর্ণা ও বি পি এল রেশন কার্ডের সুব্যবস্থা, সরকারী নিয়মমতো গ্রাম সংসদ গঠন ও নির্বাচিত সদস্যদের মতামত নিয়ে এলাকার উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ, ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধলা রামচন্দ্রপুর ও মহেশাইলে বাস স্টপেজে যাত্রীদের জন্য অবিলম্বে প্রতীক্ষালয় নির্মাণ ইত্যাদির দাবীতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, মহেশাইল-১ এর পক্ষ থেকে প্রধানকে একটি খোলা চিঠি দেয়া হয়েছে গত ১৯ অক্টোবর '০৪।

চক্ষু রোগীদের উদ্দেশ্যে ঃ

রঘুনাথগঞ্জের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ রাধানাথ সরকার এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র দুঃস্থ লোকেদের জন্য নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবির।

স্থান ঃ 'রাধাভবন' সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
তাং ৬ নভেম্বর, ২০০৪ সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা (এক দিনের জন্য)। ঐ দিন বেলা ১০টার পর কোন নাম নথীভুক্ত করা হবে না।

—ঃ শিবির পরিচালনায় ঃ—

সুনেত্রা ফ্যামিলি আই কেয়ার সেন্টার, কলকাতা
শিবিরে অংশ নিচ্ছেন—ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস, প্রাক্তন অপ্থালমালজিষ্ট, শঙ্কর নেত্রালয় (চেন্নাই)
ডাঃ গৌতম মিত্র, অপ্থালমোলজিষ্ট, 'সুনেত্রা' (কলকাতা)
মিসেস নীনা বিশ্বাস, প্রাক্তন অপটোমেট্রিষ্ট, শঙ্কর নেত্রালয় (চেন্নাই)

রোগীর নাম নথিভুক্ত করার জন্য যোগাযোগ করুন—
নীহার সরকার, রাধাভবন, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৭৩৯১৫
অনুত্তম পন্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ/ফোন ঃ ২৬৬২২৮ (বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা)

'তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে' (২য় পৃষ্ঠার পর)

নূতন থীম। আলোয় আলোকময়। এভাবেই মা আনন্দময়ী আসেন। আবার ফিরে যান যথাসময়ে। 'আমি কোন্ পরাণে —উমা ধনে মা হয়ে দিব বিদায়।' পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও আনমনী ও বিজয়া বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত। বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কথা করুণ ও মধুর রাগিণীতে এখানে ধ্বনিত হয়েছে। উমা সঙ্গীতের মধ্যে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া রূপ হয়েছে প্রতিবিম্বিত। তাই শত অভাব, শত দুঃখের মধ্যে বাঙালী মেতে থাকে এই শারদ বন্দনায়। কারণ বাংলার উৎসব বাংলার প্রাণ। যদিও বর্তমানে উৎসবে প্রাণের বড় অভাব। তবুও বাঙালীর স্বাভাবিক উৎসবপ্রিয়তা একেবারে ক্ষুণ্ন হয়নি। বাঙালীর গৃহকোণে উৎসবের মাধুর্য আজও আত্মগোপন করে আছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি—জীবন সুন্দর। জীবন উৎসবময়। জীবনে প্রাণ আছে। আছে ছন্দ। তাই আমরা শত বাধা বিপত্তি, শত বেদনাতেও উৎসব প্রাচুর্য বিসর্জন দিইনি। শারদীয়ার উৎসবের দিনগুলিতে আমরা মেতে উঠি এক নির্মল আনন্দে। অতীতের আনন্দময় স্মৃতিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মেলানোর চেষ্টা করি। অতীত ও বর্তমানের এই মেলবন্ধন সব সময় একই সরলরেখায় থাকে না। তবুও এক নষ্ট্যালজিয়া আমাদের মনকে উৎসবের দিনে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের হিয়ার মাঝে বাজে সোনার নূপুর। আমরা কল্পনায় যেন দেখতে পাই ঃ 'শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে' আমাদের আনন্দময়ী এসেছেন। জীবনের সুখ-দুঃখের সাতপাঁচ ক'দিনের জন্য ভুলে গিয়ে তাঁর মোহন-রূপের কাছে সব কিছু উজাড় করে দিই।

ঘরের এখন করুণ অবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘরের জল ছাদ তৈরীর উল্লেখ না থাকায় এই পরিস্থিতি হয়েছে। আমরা বন্যা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকায় এস, এ, ই কে পাঠাতে পারিনি। খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে আসবেন। যদি জল ছাদের জন্য এই বিপত্তি হয় তবে অন্য কোন ফান্ড থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে

ডাঃ লতিফের নার্শিং হোমের সন্নিকটে স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন। আনুমানিক ভাড়া ২০০০.০০

মাসুদুল আলম / ফোন ঃ ২৬৭২৩৯

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপাঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে পূজা ও দীপাবলীর বিশেষ উপহার

- অল্প সুদে (মাত্র ৯.০০% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবিরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে।
- NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- গিফট চেক্ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।

এছাড়াও আরো অনেক কিছু

বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপাঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা — সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য — সভাপতি

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু (১ম পৃষ্ঠার পর)

মুক্তিপ্রসাদ ধরকে জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি করার এক লিখিত প্রস্তাব পাঠান জেলা সভাপতির কাছে। পাশাপাশি টাউন কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে জঙ্গিপুর এলাকার সক্রিয় সদস্য ইন্তেখাব আলি, বিশ্বজিৎ দাস (বিশু), হারু সিংহ, বুড়ো মুন্দ্রা, অমিত সিংহ প্রকাশ্যে মুক্তি ধরের বিরোধিতা করেন। বিশ্বজিৎ দাসের বাড়ীতে ডাকা এক সভায় আগামী পুর নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে পুরপতি নির্দ্ধারণের দাবিও তোলেন কেউ কেউ। এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডায় সেদিনের সভাও নাকি ভণ্ডুল হয়ে যায়। জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর পাঠানো বন্যার্তদের জন্য টাকা ও ত্রাণ সামগ্রী বন্টন নিয়েও বর্তমানে কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। চাল, ত্রিপল ইত্যাদি বিলি বন্টন নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ ও স্বজনপোষণেরও অভিযোগ ওঠে কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে।

পুজো এবার নির্বিঘ্নে সমাপিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

সহস্র ভক্তের আকুতি মিশ্রিত সাহায্যে মা কোদাখাকীর পাকা মন্দির নির্মাণ এবার পুজোর বাজারে জন জোয়ার এনে দেয়। সাহেববাজার এস, বি, এস এর দীর্ঘাঙ্গী দুর্গা প্রতিমা, অনন্য আলোক সজ্জা ও মণ্ডপ জঙ্গিপুর পারে সাড়া ফেলে দেয়। পাশাপাশি টাউন ক্লাবের অসাধারণ আলোক নৈপুণ্য, দুর্গা প্রতিমা প্রতি বছরের মতো এ বছরও তুলনামূলকভাবে কারো থেকে কম নয়। এবার মহকুমায় পুজো নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে নির্বাপিত হলো। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিশ্রামের জায়গা অনেক প্যান্ডেলের শোভা বর্দ্ধন করে। সাগরদীঘির বালিয়া গ্রামের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের দুর্গা পুজোয় সমাজ সেবামূলক কাজ কর্ম ও বিশাল অনুষ্ঠান গোটা গ্রামে সাড়া জাগায়। এ পুজোর আনুমানিক বয়স ২০৯ বছর। গ্রামবাসীদের অর্থ সাহায্যে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মিত হয়। পুজোর চারদিন দুঃস্থদের মধ্যে ধুতি, শাড়ী, জামা, প্যান্ট, মিষ্টি ও অর্থ বিলি করা হয়। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদেরও সম্বর্ধনা জানানো হয় বলে জানা যায়। (চলবে)

অফিসারকে বদলি করা হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ, তিনি অযথা মানুষকে মাসের পর মাস হয়রান করেন। পয়সা ছাড়া কোন কথা বলেন না। তপশিলী জাতি অন্তর্ভুক্ত না এমন লোকজনকে সার্টিফিকেট দেন। আরো জানা যায়, মঞ্জুর হোসেন সরকারী তকমা লাগিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মহকুমা-ব্যাপী তাঁর দপ্তরে একটা অনাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে চেয়ার ভারি আমলারা প্রত্যেকেই জানেন। তৃতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি জেলার এস সি/এস টি/ও বি সি দপ্তরের ইন্সপেক্টর অরবিন্দ মুখার্জী। তিনি নাকি দপ্তরের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতেন। ভুয়া সার্টিফিকেটের তদন্তে ওপর থেকে কোন টিম এলে তিনি তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতা করতেন ইত্যাদি। এ সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মণ্ডল।

পাকা বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে সদর রাস্তা সংলগ্ন আড়াই কাঠা জায়গার উপর ছোট বড়তে চারখানা ঘর, রান্নাঘর, পায়খানা, বাথরুম, টিউবওয়েল ছাড়াও কুয়ো আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

অসীমকুমার বড়াল / আটা মিল

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনী / ফোন ঃ ২৬৬৬৪২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনন্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।